৩৬তম সংখ্যা | জানুয়ারী-মার্চ | ২০২০

ত্রৈমাসিক

আমিক বার্তা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেল্থ সেক্টরের মুখপত্র

আমিকের মাদকবিরোধী কার্যক্রমের ৩০ বছর উদ্‌যাপন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

হেলথ সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

আমিক ৩০ বছর উদ্‌যাপন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে
“মাদক গ্রহণ করে কেউ সরকারি চাকরি পাবে না” স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এমপি

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, মাদক গ্রহণ করে কেউ সরকারি চাকরি পাবে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কড়া নির্দেশ, ডোপ টেস্ট ছাড়া কেউ যেন সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করতে না পারে। ২২ ফেব্রুয়ারি আহ্‌ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের মাদক বিরোধী কার্যক্রমের ৩০ বছর পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির কাছ থেকে সম্মাননার চেক গ্রহণ করছেন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া বিভাগে পুরুস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিক নাজমুল সাইদ

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, “প্রধানমন্ত্রী জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছেন মাদকের বিরুদ্ধে”।

ঐশীর মতো আর যেন কেউ না হয় জানিয়ে আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল বলেন, ‘ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রে অনেক নারীই সংশোধনের জন্য ভর্তি রয়েছেন। মেয়েরা মাদকাসক্তে জড়িয়ে পড়লে গোপন না করে চিকিৎসার জন্য চিকিৎসাকেন্দ্র রয়েছে সেখানে ভর্তি করে দিন।’

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মোস্তফা কামাল পাশা ও মাদকদব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক সঞ্জয় কুমার চৌধুরী (অতিরিক্ত সচিব)। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আহ্‌ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ফাজলি ইলাহী। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

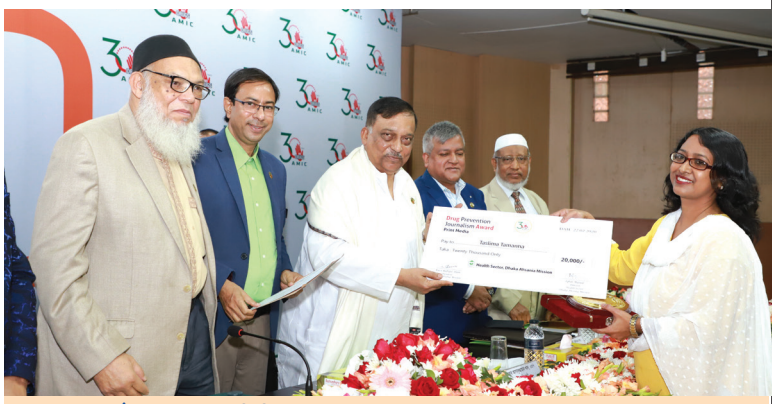

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির কাছ থেকে সম্মাননার চেক গ্রহণ করছেন প্রিন্ট মিডিয়া বিভাগে পুরুস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিক তাসলিমা তামান্না

সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম। অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেক হোল্ডাররা উপস্থিত ছিলেন। বর্ণিল সাজসজ্জা আর বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে আমিকের মাদক বিরোধী প্রোগ্রামের ৩০ বছর প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে ছিলো বছর ব্যাপি কার্যক্রমের ক্যালেন্ডারের মোড়ক উন্মেচন, মাদকবিরোধী শর্ট ফ্লিম ফিরে আসার মোড়ক উন্মোচন কেক কাটা ও কবুতর উড়ানোসহ আরো অনেক আয়োজন।

এছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মাদকবিরোধী কার্যক্রমে অসামান্য অবদানের জন্য অনুষ্ঠানে মাদকবিরোধী কার্যক্রমে অসামান্য অবদানের জন্য দুজন (একজন প্রিন্ট ও একজন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া) সাংবাদিককে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সম্পাদকীয়

নব্বই দশকে বিশ্বব্যাপী মাদক সমস্যা যখন প্রকট আকার ধারণ করছে সেই সময়ে ১৯৯০ সালে তামাক, এইডস ও মাদকের বিরুদ্ধে গনসচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আহ্ছানিয়া মিশন মাদকতা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (আমিক) এর যাত্রা শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে তামাক, এইডস ও মাদকের বিরুদ্ধে সমাজের সকল পর্যায়ের গনসচেতনতা সৃষ্টিতে দেশব্যাপী বিভিন্ন নেটওর্য়াক গঠনের মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। বর্তমানে আমিক ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রতিনিধিত্ব করছে। এ বছর আমিক ৩০ বছরে পর্দাপন করেছে এই দীর্ঘ সময়ের যাত্রায় আমিকের কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তামেন আমিকের কার্যক্রম শুধুমাত্র মাদক, এইডস ও তামাকের মাঝে সীমাবদ্ধ নেই, বর্তমানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, সংক্রামক রোগের প্রতিরোধমূলক এবং নিরাময়মূলক সেবা, মাদকাসক্তি রোগের চিকিৎসা, প্রতিরোধ এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী, অসংক্রামক রোগের (এনসিডি) প্রতিরোধ ও চিকিৎসা, মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক চিকিৎসা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচী। আমিকের মাদকবিরোধী কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে মাদকনির্ভরশীল পুরুষ ও নারীদের জন্য চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, কারাবন্দী মাদকনির্ভরশীলদের পুনর্বাসনে কারাগারে কারাবন্দীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, রাজশাহী ও নাটোর জেলায় মাদকবিরোধী গনসচেতনাতামূলক প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন, চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিতদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা, গবেষণা কার্যক্রমসহ বাস্তবায়নসহ, বিভিন্ন জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক নেটওয়ার্কের সদস্য হিসেবে সংযুক্ত আছে। আমিকের প্রতিটি কর্মসূচিতেই সিভিল সোসাইটির নেটওর্য়াক, গনমাধ্যমের সাথে সমন্বয়, জাতীয় ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও নীতিনির্ধারকদের সাথে এডভোকেসি করাসহ জাতীয় ইস্যুতে সক্রিয় ভুমিকা পালন করছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন তৈরি ও বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটির সদস্য। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে তামাক ও মাদকবিরোধী সমস্যায় এডভোকেসি করে থাকে। এই সমস্ত কার্যক্রমে প্রতিনিয়ত অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ ও অসামান্য অবদানের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরুস্কারে ভূষিত হয়েছে। এভাবে সমাজের মানুষের কল্যাণে আমিকের পথচলা চলমান রয়েছে ও ভবিষৎতেও থাকবে আর এই যাত্রায় আপনারা থাকবেন আমাদের সাথে এই প্রত্যাশা।

ত্রৈমাসিক আমিক বার্তা

১১ম বর্ষ
৩৬তম সংখ্যা
জানুয়ারি-মার্চ ২০২০

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ইকবাল মাসুদ

সম্পাদকীয় পরিষদ
মোঃ মোখলেছুর রহমান
উম্মে জান্নাত

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
এ.টি.এম. ফরহাদ

গাজীপুর কেন্দ্রে রিকভারী মিলন মেলা -২০২০

অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন সমাজসেবা অধিদপ্তর গাজীপুরের উপপরিচালক এস.এম আনোয়ারুল করিম

আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গাজীপুর থেকে চিকিৎসা নেওয়ার পর দীর্ঘদিন যাবৎ সুস্থ্য আছে এবং অন্যদের সুস্থতার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন তাদের সুস্থতার চর্চাকে আরো একধাপ এগিয়ে নেওয়া এবং সেই সাথে যারা বর্তমানে মাদকনির্ভরশীল সমস্যায় আছেন তারা যেন রিকোভারীদের দেখে অনুপ্রানিত হয় সেই উদ্দ্যেশে গাজীপুর কেন্দ্রে ২৮ ফেব্রুয়ারি রিকভারী মিলন মেলা-২০২০

অতিথিদের সাথে রিকোভারী সম্মাননা ক্রেস্ট হাতে রিকোভারীগন

আয়োজন করা হয়। এটি ছিলো ৮ম রিকভারী মিলন মেলা।

রিকভারী মিশন মেলায় ছিলো বিভিন্ন আয়োজন এর মাঝে ছিলো আলোচনা সভা, দীর্ঘদিন যাবৎ সুস্থ আছেন এমন রিকভারীগন তাদের সুস্থ জীবনের অভিজ্ঞতা শেয়ার এবং অভিভাবক শেয়ারিং, রিকভারীদের সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সমাজসেবা অধিদপ্তর গাজীপুরের উপপরিচালক এস.এম আনোয়ারুল করিম। সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ২২ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোশারফ হোসেন, ব্র্যাক সিডিএমের অপারেশন ম্যানেজার আরিফুর রহমান মিনার এবং ডাম স্বাস্থ্য সেক্টরের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম "মনোযত্ন কেন্দ্রের" সমন্বয়ক মোঃ আমির হোসেন। সভাপতিত্ব করেন গাজীপুর চিকিৎসা কেন্দ্রের কেন্দ্র ব্যবস্থাপক মিজানুর রাহমান।

আলোচনা সভায় বক্তারা মাদকের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরেন ও একই সাথে সুস্থ জীবনে যারা ফিরে এসেছেন তাদের কে শুভকামনা জানান। এবং রিকভারীদের জন্য আয়োজিত এই প্রোগ্রাম আয়োজনের জন্য ঢাকা আহছানিয়া মিশনকে ধন্যবাদ জানান।

কারাবন্দীদের পুনর্বাসনে আইআরএসওপি প্রকল্পের কার্যক্রম

কারা কর্তৃপক্ষের সাথে কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

জিআইজেড এর সহায়তায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত আইআরএসওপি প্রকল্পের আওতায় ১০ ই ফেব্রুয়ারি ও ১লা মার্চ আইআরএসওপি প্রকল্পের কর্ম এলাকা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানিগঞ্জ, কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার ১, ২ এবং কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় এলাকার সংশ্লিষ্ট জেল সুপারগণের সঙ্গে কারাভ্যন্তরে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ক যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কারা বন্দীদের জন্য চলমান প্রশিক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণের বিষয় নির্ধারণ, প্রশিক্ষণ পরবর্তী কিভাবে তা বন্দীদের উন্নয়নে ও টেকসই পুনর্বাসনে ভুমিকা রাখা যায় তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় সংশ্লিষ্ট কারাগারের জেল সুপার, জেলার, প্রকল্পের সমন্বয়কারী মোঃ আমির হোসেন ও জিআইজেড প্রতিনিধি খান মোহাম্মদ ইলিয়াস ও প্রকল্পের রিহ্যাবিলিটেশন সুপারভাইজর কাম কাউন্সেলরগন উপস্থিত ছিলেন।

কারাবন্দীদের পুনর্বাসনে প্রশিক্ষণ অব্যাহত

১৪ মার্চ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কেরাণীগঞ্জে ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং বিষয়ের উপর ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচী উদ্বোধন করেন ডেপুটি জেলারবৃন্দ প্রশিক্ষণটি ২৪ কর্ম দিবসে সমাপ্ত করা হবে এবং প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরবর্তী সফলভাবে সম্পন্নকারী প্রশিক্ষনার্থীদের মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে সনদপত্র প্রদান করা হবে।

কারাভ্যন্তরে কোভিড-১৯ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে লিফলেট বিতরণ

বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া মহামারী করোনা ভাইরাস মোকাবেলার প্রস্তুতি হিসেবে স্বাস্থ্য সেক্টর কতৃক প্রকাশিত কোভিড-১৯ বিষয়ে সচেতনতামূলক লিফলেট আইআরএসওপি প্রকল্পের চারটি কর্ম এলাকায় (ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার- কেরানীগঞ্জ, কাশিম পুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১, ২ এবং কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারে) বন্দীদের মাঝে সচেতনতা তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট কারাকর্তৃপক্ষের কাছে বিতরণ করা হয়। কারা কর্তৃপক্ষ এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে কারাভ্যন্তরের বিভিন্ন জায়গায় তা টানিয়ে দেয় যাতে বন্দীরা এই রোগ কিভাবে ছড়ায় ও তা কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় সে বিষয়ে সচেতন হতে পারে।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে পারিবারিক সভা অনুষ্ঠিত

সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন মনোবিজ্ঞানী মোঃ সেলিম চৌধুরী

মানসিক সমস্যা ও মাদকনির্ভরশীল নারীদের আত্নহত্যার ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে। এ সমস্ত রোগীদের আত্নহত্যা প্রতিরোধে পরিবারের করণীয় নিয়ে আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের উদ্যোগে ২৯ ফেব্রুয়ারী, উক্ত কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পারিবারিক সভার আয়োজন করা হয়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিলো "মানসিক সমস্যা ও মাদকনির্ভরশীল নারীদের আত্নহত্যার ঝুঁকি প্রতিরোধে পরিবারের করণীয়"। সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের প্রোগ্রাম অফিসার উম্মে জান্নাত। আলোচ্য বিষয়ে সচিত্র উপস্থাপনা করেন কেন্দ্রের কাউন্সেলর ফাইরুজ জীহান এবং ফারজানা আক্তার সুইটি। পরবর্তীতে বক্তব্য প্রদান করেন সভার বিশেষজ্ঞ আলোচক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এবং কনসালটেন্ট (কাউন্সেলিং সাইকোলজি) মোঃ সেলিম চৌধুরী। সভায় বিশেষজ্ঞ আলোচক আত্নহত্যার ঝুঁকি প্রতিরোধে পরিবার কিভাবে কার্যকর ভুমিকা পালন করতে পারে সেই বিষয়ে এবং একই সাথে চিকিৎসা পরবর্তীতে ফলোআপ সেবা নেয়ার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন কেস ম্যানেজার মমতাজ খাতুন। সভাটি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের ট্রেনিং রুমে আয়োজন করা হয়।

উল্লেখ্য,প্রতি বছর গড়ে ১০,০০০ হাজার নারী আত্নহত্যা করে। আত্মহত্যার ঝুঁকি হ্রাসে কার্যকরি যে ৮টি উপায়ের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে এর মাঝে পারিবারিক সামাজিক বন্ধন, সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা এবং প্রিয়জনের সান্নিধ্য অন্যতম।

“মাদকাসক্তি চিকিৎসায় মনোচিকিৎসকের ভূমিকা ও করণীয়” বিষয়ক সেমিনার

সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করছেন ডাম স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ

১৫ ফেব্রুয়ারি আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের আয়োজনে মনোচিকিৎসকদের নিয়ে “বর্তমান প্রেক্ষাপটে মাদকাসক্তি চিকিৎসায় মনোচিকিৎসকের ভূমিকা ও করণীয়” শীর্ষক সেমিনার রাজধানী লালমাটিয়া টাইমস স্কয়ার রেস্টুরেন্ট এন্ড পার্টি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে কাউন্সেলর ফাইরোজ জিহান জানান, আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র কর্তৃক একটি জরিপে পাওয়া গেছে বর্তমানে ৩৭৭ জন নারী রোগীর মাঝে ১৭৪ জন নারী দীর্ঘ দিনের মাদক নির্ভরশীলতার কারনে মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পরে এবং ২৪ জন নারী মানসিক রোগের কারনে মাদক নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। শুধুমাত্র মাদকাসক্তি সমস্যার কারনে চিকিৎসা নিয়েছে ৫৪ জন নারী এবং শুধুমাত্র মানসিক রোগের কারনে ৬০ জন নারী চিকিৎসা নিয়েছে। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সিটিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ড. হেলাল উদ্দিন আহমেদ সভাপতির বক্তব্যে বলেন শিশুর শৈশব থেকেই তার মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করতে হবে, তবেই সে তার সকল ভাল খারাপ বিষয়গুলো যেমন মাদকের মতো ভায়াবহ বিষয়গুলো কে প্রতিরোধ নিজে থেকেই করতে শিখবে। এছাড়াও মানসিক সমস্যার ওষুধ খাওয়া নিয়ে অভিভাবকদের মাঝে সচেতনতা তৈরি করতে হবে কাজ করতে হবে

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের অবসরপ্রাপ্ত রেসিডেন্সিয়াল সাইক্রিয়াটিস আক্তারুজ্জামান সেলিম উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সিটিটিউটের সহকারী অধ্যাপক ডা. সাইফুন নাহার সুমি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এর কনসালটেন্ট ডা এস এম আতিকুর রহমান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের রেসিডেন্সিয়াল সাইক্রিয়াটিস ডা মোঃ রাহানুল ইসলাম। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মনোচিকিৎসকগণ এবং মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রের নেটওয়ার্ক সংযোগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহাবুদ্দিন চৌধুরীসহ অন্যান্য প্রতিনিধিগন উপস্থিত ছিলেন।

বিএনএ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম

ব্যবসায়িকদের সাথে আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীগন

ঢাকা আহছানিয়া মিশন (ডাম) কর্তৃক বাস্তবায়িত ফিড দ্য ফিউচার বাংলাদেশ নিউট্রিশন অ্যাক্টিভিটি(বিএনএ) প্রকল্পটি বাংলাদেশে অপুষ্টির মূল কারণগুলি মোকাবেলা করার জন্য বাজার ও সমাজ পরিচালনাকারীদের ক্ষমতায়ন এবং সমর্থন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। প্রতিবেদন কালীন সময়ে উক্ত প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মাঝে ছিলো কর্মএলাকায় দেশীয় ফলের পুষ্টিমান সম্পর্কিত জ্ঞান ও বীজ সংরক্ষণের উপর প্রটোটাইপিং প্রোগ্রাম। পটুয়াখালী জেলায় প্রকল্প কর্মএলাকায় লক্ষিত জনগোষ্ঠী কী কী দেশীয় ফল গ্রহণ করে, এই সব ফলের পুষ্টিমান সম্পর্কিত তাদের জ্ঞান যাচাই করার জন্য কমিউনিটির মহিলাদের নিয়ে প্রটোটাইপ করা হয়। এছাড়াও বীজ সংরক্ষণ বিষয়ক (কীভাবে বাজার থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়, বীজের পরিমাণ সম্পর্কিত ধারণা, কীভাবে বাড়িতে বীজ সংরক্ষণ করা হয় ইত্যাদি) কৃষি উপকরণ বিক্রেতা ও কমিউনিটির মহিলাদের নিয়ে প্রটোটাইপ করা হয় । ১৯-২২ জানুয়ারী’ এবং ২৬-২৮ ইং তারিখে দুই ধাপে পটুয়াখালীর বিএনএ প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মএলাকায় এই কার্যক্রমটি সম্পন্ন হয়।

উপজেলা, ইউনিয়ন, সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে কর্মকর্তাদের সাথে লিংকেজ মিটিং এর লক্ষে পটুয়াখালী জেলার বিভিন্ন স্থানীয় উপজেলা, ইউনিয়ন, সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ২২ শে জানুয়ারী ইং তারিখে পটুয়াখালী সদর উপজেলায় ও ২৯ শে জানুয়ারী ইং তারিখে পটুয়াখালীর মীর্জাগঞ্জ উপজেলায় লিংকেজ মিটিং আয়োজন করা হয়। প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপন করেন বিএনএ প্রকল্পের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর ডা. সুবীর খিয়াং বাবু। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে স্থানীয় সরকারের উপজেলা চেয়ারম্যান।

১৬ ও ১৭ই ফেব্রুয়ারী’ ইং তারিখে পটুয়াখালী জেলার প্রকল্প কর্মীদের জন্য ২ দিনব্যাপী বেসিক ওয়াশ ট্রেনিং এর আয়োজন করা হয়। ট্রেনিং প্রোগ্রামটি পরিচালনা করে বিএনএ প্রকল্পের টেকনিক্যাল পার্টনার-আই.ডি.ই. বাংলাদেশ। প্রশিক্ষণটি পটুয়াখালীতে স্থানীয়ভাবে কোডেক এর ট্রেনিং ভেন্যুতে এই অনাবাসিক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামটি পরিচালনা করা হয়। ২ দিনের এই প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামটি উদ্বোধন করেন বিএনএ প্রকল্পের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর ডা. সুবীর খিয়াং বাবু।

পেপসেপ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম

সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ হোসাইন সাফায়াত

পেপসেপ প্রকল্পের আওতায় প্রতিবেদনকালীন সময়কালে বিভিন্ন কর্ম এলাকা সাভার ও সাতক্ষীরাতে বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এর মাঝে ছিলো ৯ ফেব্রুয়ারী সাতক্ষীরা পৌরসভাকে একটি স্বাস্থ্য সম্মত মডেল পৌরসভা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সাতক্ষীরা পৌরসভার সম্মেলন কক্ষে সাতক্ষীরা পৌরসভার আয়োজনে ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহযোগিতায় স্বাস্থ্য সেবার কৌশলপত্র প্রনয়ন বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন সাতক্ষীরা পৌরসভার মেয়র মোঃ তাজকিন আহমেদ চিশতি। সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন"সাতক্ষীরা পৌরসভার স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে দ্রুত কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হবে, যাতে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা যায়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাতক্ষীরা জেলার সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ হোসাইন সাফায়াত। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ডাম স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, সাতক্ষীরা পৌরসভার প্যানেল মেয়র ফারাহ দিবা খান সাথী, সচিব মোঃ সাইফুল ইসলাম বিশ্বাস। এছাড়াও কর্মশালায় বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারী ও বেসরকারী স্টেকহোল্ডারগণ এবং পেপসেপ প্রকল্পের স্টাফগণ সাতক্ষীরা অফিসে উপস্থিতি ছিলেন।

স্থানীয় বিভিন্ন স্টেকহোল্ডাদের সাথে সক্রিয় যোগাযোগ ও খানা পর্যায়ে উপকারীভোগীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষমতার উন্নয়নে প্রকল্প আচরণগত পরিবর্তন যোগাযোগ শিরোনামে বিভিন্ন উপকরণ উন্নয়ন ও প্রকাশনার মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে বিতরণ করা হয়।

প্রকাশিত বিভিন্ন শিক্ষামূলক উপকরণ

প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি পরীবিক্ষণে রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড মনিটরিং (রোম) অনুষ্ঠিত

দাতা সংস্থা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কার্যালয় ব্রাসেল্স, বেলজিয়াম এর বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধির সরেজমিন উপস্থিতি, পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণের মাধ্যমে পেপসেপ প্রকল্পের কার্যক্রম অগ্রগতি ও ফলাফল ভিত্তিক পরীবিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড মনিটরিং (রোম) বিশেষজ্ঞ নেদারল্যান্ডের ইপিডোমিলজিস্ট এ্যানা-কোডার ৭-১৫ মার্চ সপ্তাহব্যাপী প্রকল্পের সকল স্টাফ ও স্টেকহোল্ডারদের সাক্ষাৎকার গ্রহন, মাঠপর্যায়ের কার্যক্রমের সরেজমিন প্রত্যক্ষকরণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা এবং প্রকল্পের বিভিন্ন ডকুমেন্ট ও প্রতিবেদন বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা এবং সর্বশেষ সামারী ব্রিফিং-এর মাধ্যমে তিনি ফলাফল ভিত্তিক পরীবিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করেন।

যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম

সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন একজন অংশগ্রহনকারী

ডাম যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের আওতায় প্রতিবেদনকালীন সময়ে বিভিন্ন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মাঝে ছিলো ৮ ফেব্রুয়ারি এস এ ফ্যাশন নিউ মডেল এমব্রোডারী এর গার্মেন্টস কর্মীদের নিয়ে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে ওরিয়েন্টশন সভা, ২৪ ফেব্রুয়রি যক্ষ্মা থেকে সুস্থতা প্রাপ্ত রোগীদের নিয়ে আলোচনা সভা এবং ৯ মার্চ গ্রাজুয়েট প্রাইভেট প্যাকটিশনার নিয়ে ওরিয়েন্টশন সভা আয়োজন করা হয়।

প্রতিটি প্রোগ্রামে যক্ষ্মা রোগ বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য, চিকিৎসা এবং যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দ্যেশ্য বাস্তবায়নে অংশগ্রহণকারীদের করণীয় নিয়ে আলোচনা করেন। এসময় তিনি অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। আলোচনা শেষে যক্ষ্মার লক্ষণ যুক্ত রোগীকে কেন্দ্রে কফ পরীক্ষার জন্য রেফার করার মাধ্যমে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। সকল প্রোগ্রামে ডাম যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের স্টাফগন উপস্থিত ছিলেন। প্রোগ্রাম গুলোতে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান এবং প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন হিসাব কর্মকর্তা মোঃ শাহাদত হোসেন। এবং প্রোগ্রামে সভাপতিত্ব করেন প্রকল্পের মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন অফিসার ডা. ফাতেমা খান।

বাংলাদেশে সার্বজনীন পারিবারিক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচী শিরোনামে গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন

ট্রেনিং এ অংশগ্রহণকারীগন

বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ডাম স্বাস্থ্য সেক্টরের যৌথ উদ্যোগে এবং ইউএনওডিসি এর সহযোগিতায় বংলাদেশে সার্বজনীন পারিবারিক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করে এর কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে সার্বজনীন পারিবারিক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচী শিরোনামে গবেষণা কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় নির্ধারিত ঢাকার তেজগাঁ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে ৮- ১৫ বছর বয়সী ছাত্র ছাত্রী ও তাদের বাবা মা এর অংশগ্রহনে মোট ২৯ টি পরিবার নিয়ে তিন মাস ব্যাপী এই পারিবারিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করে স্বাস্থ্য সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। কার্যক্রমে ইউএনওডিসি কর্তৃক প্রশিক্ষিত মোট ১২ জন প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং স্বাস্থ্য সেক্টরের ৩ জন প্রশিক্ষিত গবেষক গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। সপ্তাহে একদিন করে মোট চারটি প্রশিক্ষণ সেশন অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি গবেষক দল গবেষণার অংশ হিসেবে পরিবার নির্ধারণ ও প্রশিক্ষণ পূর্ব পরিবারগুলোর সন্তান লালন পালনসহ তাদের সার্বিক সম্পর্ক এবং একইভাবে প্রশিক্ষণ পরবর্তী পরিবারগুলোর সন্তান লালন পালনসহ তাদের সার্বিক সম্পর্ক পরিমাপের জন্য নির্ধারিত গবেষণার প্রশ্নমালা ৩ টি ধাপে সম্পন্ন করেন। কার্যক্রমটি ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে মার্চ-২০২০ পর্যন্ত পরিচালিত হয়। পারিবারিক দক্ষতাভিত্তিক কার্যক্রমের এই গবেষণার ফলাফল পরবর্তীতে ইউএনওডিসি কর্তৃক আন্তর্জাতিকভাবে প্রকাশিত হবে।

আমিক ৩০ বছর উদ্‌যাপন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বিভিন্ন বর্ণিল মুহূর্ত

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ উদযাপন

নারী দিবসের র‍্যালীতে অংশগ্রহণকারী স্টাফগন

"প্রজন্ম হোক সমতার সকল নারীর অধিকার" এই স্লোগানে ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর পরিচালিত ইউপিএইচসিএসডিপি ডিএনসিসি পিএ-৩ ২য় পর্যায় প্রকল্প ও আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের উদ্যেগে র‍্যালী, মানববন্ধন ও আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। দিবস উদযাপনের শুরু হয় সকালে ইউপিএইচসিএসডিপি ডিএনসিসি পিএ-৩ ২য় পর্যায় প্রকল্প অফিসের সামনে থেকে সকল স্টাফদের অংশগ্রহণে র‍্যালী ও মানব বন্ধন শেষ হয়। উক্ত প্রোগ্রামে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারী পরিচালক মোঃ মোখলেছুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। এরপর মিরপুরে প্রকল্প অফিসের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ এবং সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউপিএইচসিএসডিপি ডিএনসিসি পিএ-৩ প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক ডা. নায়লা পারভীন। সভাটি সঞ্চালনা করেন আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের প্রোগ্রাম অফিসার উম্মে জান্নাত।

বিকেলে কেন্দ্রে আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রে চিকিৎসারত সকল রোগী, রিকোভারী ও ষ্টাফগন অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও উক্ত দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রে চিকিৎসারত রোগীদের অনুভূতি নিয়ে দেয়ালিকা তৈরি, সাজসজ্জা করা হয় ও বিশেষ খাবারের আয়োজন করা হয়। সবশেষে কেক কাটার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন প্রোগ্রাম শেষ হয়।

সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন ডাম স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ

গাজীপুর কেন্দ্র জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন

আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গাজীপুরে ১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকি উদযাপন এ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করা হয়। কর্মসূচিগুলোর মাঝে ছিলো সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, রিকভারীদের নিয়ে কেন্দ্রের মাঠে প্রিতি ভলিবলের ম্যাচ, সেন্টারের অভ্যন্তরে দাবা লুডু,কেরাম খেলা আয়োজন এছাড়াও বঙ্গন্ধুর ভাষণ ও তার জীবনের উপর প্রামান্য চিত্র দেখানো হয়। দুপুরে বিশেষ খাবার পরিবেশন এবং সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সম্পর্কে জানতে ফোন করুন:

গাজীপুর (পুরুষ কেন্দ্র):
০১৭৭২৯১৬১০২, ০১৭১৫৪০৭৮৪৩

যশোর (পুরুষ কেন্দ্র):
০১৭৮১৩৫৫৭৫৫৫,০১৭৫৭০২৩৭৩৩

ঢাকা (নারী কেন্দ্র):
০১৭৭৭৭৫৩১৪৩, ০১৭৪৮৪৭৫৫২৩

DHAKA AHSANIA MISSION
ADDICTION MANAGEMENT & INTEGRATED CARE (AMIC)
Since 1990

আমিক, বাড়ি-১৫২/ক, ব্লক-ক, সড়ক- ৬, পিসিকালচার হাউজিং, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং আহ্ছানিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, প্লট-৩০, ব্লক-এ, রোড-১৪
আশুলিয়া মডেল টাউন, খাগান বিরুলিয়া সাভার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন: ৫৮১৫১১১৪, মোবাইল: ০১৭৮২৬১৮৬৬১, ই-মেইল: info@amic.org.bd, amic.dam@gmail.com, web: www.amic.org.bd